আমাদের সময়

তারিখ ... 10 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

কল্লোল মোস্তফা

শিক্ষক কেন ফুটপাতে

স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার একজন শিক্ষক, একজন প্রিন্সিপাল বা হেডমাস্টার কি প্রচণ্ড মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধ নিয়ে নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন! শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে কত সম্মানের আসন একজন শিক্ষকের! শুধু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকই নয়, গোটা এলাকায়ই মাস্টার সাহেবদের আলাদা চোখে দেখা হয়। সেই মাস্টার সাহেবরা, আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার বা ম্যাডামরা আজ তাদের সেই সম্মানের গ্রামগঞ্জ বা উপজেলা ছেড়ে দুই সপ্তাহ ধরে আক্ষরিক অর্থেই ঢাকার ফুটপাতে পড়ে আছেন। এই ঢাকা শহরে তাদের কোনো সম্মান নেই, সরকার তাদের এই ফুটপাতে পড়ে থাকায় বিব্রতবোধ করছে না, শিক্ষিত নাগরিক সমাজের গায়ে লাগছে না তেমন একটা, মিডিয়ায়ও তেমন কোনো আলোড়ন হচ্ছে না, দেশের সাধারণ মানুষও তেমন একটা জানে না কী কারণে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কয়েক শ শিক্ষক দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ঢাকার রাস্তায় পড়ে আছেন।

এই শিক্ষকদের আন্দোলন এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন। এমপিও টার্মটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নন, ফলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে এটা বোধহয় কোনো গ্রেড উন্নত করা বা বেতন বৃদ্ধি বা বেতন বৈষম্য নিরসনের আন্দোলন। আসলে এই শিক্ষকরা বেতনই পান না! তাদের এই আন্দোলন বেতন পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন। এমপিও মানে মানথলি পেমেন্ট অর্ডার। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করার বিনিময়ে সরকার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করে, সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে এমপিওভুক্ত করার অর্থাৎ সরকারি তহবিল থেকে তাদের বেতন প্রদান করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখছে না। এই শিক্ষকরা যেসব নিম্নমাধ্যমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসায় পাঠদান করেন, শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে সেসব প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো আয় হয় না যে থেকে শিক্ষকদের নিয়মিত কোনো বেতন দেওয়া সম্ভব। ফলে আক্ষরিক অর্থেই এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বিনা বেতনে চাকরি করছেন। তাদের আশা, সরকার যেহেতু স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই বেতনও (এমপিও) নিশ্চয়ই একদিন দেবে।

এভাবে তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে আক্ষরিক অর্থেই বিনা বেতনে এমপিও পাওয়ার আশায় তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো পার করেছেন। খেয়ে না খেয়ে, মফস্বল শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেউ দিনমজুরি করে, কেউ চাষবাস করে, কেউ ব্যাটারি গাড়ি চালিয়ে, কেউ সামান্য অর্থের টিউশনি করে কিংবা ছোটখাটো ব্যবসা করে চলতে চলতে তাদের অনেকেরই আজ চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ, অনেকেরই আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই– বয়স পার হয়ে গেছে। তারা পরিবারে করুণার পাত্র, সমাজে উপেক্ষিত, রাষ্ট্র তাদের ভুলে গেছে। কিন্তু তাদেরও পরিবার-পরিজন আছে, সন্তান-সন্ততিকে খাওয়াতে হয়, পড়াতে হয়। অবস্থা এমন, যারা অন্য মানুষের সন্তানদের পড়ান, তারা নিজের সন্তানদের ঠিকমতো খাওয়া-পরা দিতে পারেন না, সন্তানের উচ্চশিক্ষার খরচ তো দূরের কথা। হ্যাঁ, তারা আমাদের সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার মতো মহান পেশায় আছেন বলে তাদের কেবল মুখে 'সম্মান' করা হয় কিন্তু সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো অর্থ প্রদান করা হয় না।

বেসরকারি নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের বঞ্চনাটা এমন যে, যতই দিন যাচ্ছে বঞ্চনার পরিমাণ বাড়ছে। এমপিও পাওয়ার যোগ্য বলে সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া বেসরকারি কলেজটিকে সরকার এমপিও না দেওয়ার কারণে যে কলেজ শিক্ষক সরকারের কাছ থেকে মাসে ১১ হাজার টাকা বেতন পাওয়ার দাবিদার, তিনি প্রতি মাসে ১১ হাজার টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যে হাইস্কুল শিক্ষক ৬ হাজার ৫শ টাকা পাওয়ার অধিকার রাখেন, তিনি ৬ হাজার ৫শ টাকা থেকে প্রতি মাসে বঞ্চিত হচ্ছেন, যে কর্মচারী ৪ হাজার ২শ টাকা পেতে পারেন, তিনি প্রতি মাসে ৪ হাজার ২শ টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমপিওভুক্ত না করার কারণে প্রতি মাসে যে টাকা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন, তা তারা আর ফিরে পাবেন না। ফলে প্রতিটা দিন প্রতিটা মাস তাদের বঞ্চনার, অভাবের। অথচ এমপিও স্বীকৃতি পাওয়া ও ধরে রাখার জন্য পরিশ্রমটা তাদের ঠিকই করতে হয়েছে এবং এখনো নিয়মিতই তা করতে হচ্ছে।

এমপিওর স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ভৌগোলিক দূরত্ব ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতার শর্তপূরণ করতে হয়, শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

এমপিওভুক্তির দাবিতে এই শিক্ষকরা ২৬-২৭ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ও ২৮-২৯ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এরপর ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত লাগাতার ৬ দিন অনশন কর্মসূচি পালন করেন। অনশন কর্মসূচির কারণে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি

রেজিস্টার্ড হতে হয়, সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োজিত থাকতে হয়, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকতে হয়, পাবলিক পরীক্ষায় কাম্য ফলাফল অর্জন করতে হয় ইত্যাদি। শুধু একবার এসব শর্ত পূরণ করে স্বীকৃতি পেলেই হবে না, এই স্বীকৃতির মেয়াদ থাকে ৫ বছর, এরপর আবার তা নবায়ন করতে হয়। এভাবে এমপিওর স্বীকৃতি পাওয়া ও নবায়ন করার সরকারি সব শর্ত পূরণ করে যাওয়ার পরও প্রায় ৮ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও ঝুলিয়ে রেখে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। দেশের সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন দ্বিগুণ করা হচ্ছে, দ্বিগুণ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও বিচারপতিদের বেতন। অথচ মানুষ গড়ার কারিগর এই শিক্ষকদের বঞ্চিত করছেন সরকার!

এভাবে অবেহলা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে নন-এমপিও শিক্ষকরা বেশ কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করছেন। এর আগে ২০১৩ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যায়ের আন্দোলনের কালে এক বেলা দুই বেলা খেয়ে ১২টা দিন ধরে ঢাকা শহরে পড়েছিলেন। পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করেছিল, তেলাপোকা গণ্য করে তাদের ওপর পিপার স্প্রে পর্যন্ত করেছিল। একপর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ 'বিবেচনা' করার আশ্বাস দিয়ে তাদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সেই বিবেচনার আর দেখা মেলেনি। সেবার তো তাও পিপার স্প্রে আর মিথ্যা আশ্বাস মিলেছিল, এবার পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হচ্ছে তাদের। এমপিওভুক্তির দাবিতে এই শিক্ষকরা ২৬-২৭ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ও ২৮-২৯ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এরপর ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত লাগাতার ৬ দিন অনশন কর্মসূচি পালন করেন। অনশন কর্মসূচির কারণে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। একপর্যায়ে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের অনুরোধে তারা অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনেই লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তারা জানিয়েছেন, এমপিওভুক্তির দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচি চলবে।

আন্দোলনের ১৩ দিনের মাথায় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে দেখা গেল ক্ষুব্ধ হতাশ শিক্ষকরা ফুটপাতে শুয়ে আছেন। শিক্ষক নেতারা মাঝে মাঝে মাইকে তাদের দাবি-দাওয়া বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। তাদের ঘিরে তেমন কোনো জনসমাগম নেই, মিডিয়ার সরব উপস্থিতি নেই– যেন ঢাকার রাস্তার ফুটপাতে বেতনের দাবিতে শিক্ষকদের দুই সপ্তাহ ধরে শুয়ে থাকা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার! তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শুরুতে আড়াই হাজারেরও বেশি শিক্ষক ঢাকায় এসেছিলেন, কিন্তু একদিকে আর্থিক সংকট, ঢাকায় থাকার বাড়তি খরচ বহন করতে না পেরে, অন্যদিকে নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জেএসসি পরীক্ষাসহ নানান দায়িত্ব অগ্রাহ্য করতে না পেরে তাদের অনেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যারা আছেন, ভীষণ কষ্ট করে আছেন– কেউ বাড়ির আঙিনার গাছ বিক্রি করে, মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ করে, কেউ বা সহকর্মীদের কাছ থেকে সামান্য আর্থিক অনুদানের ওপর ভর করে ঢাকায় আছেন– এক বেলা খেয়ে না খেয়ে, রাতে খোলা আকাশের নিচে মশার কামড় সহ্য করেও ফুটপাতে থাকছেন যদি কোনো সমাধান হয়!

শিক্ষকদের এই নিরুপায় পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে আন্দোলনেরই একজন শিক্ষক শৈলেন মজুমদারের লেখা গানের মাধ্যমে–

'১৩ দিন তো চলে গেল, কারও দেখা না মিলিল
বসে আছি আশা পথ চাইয়া
কবে দেখা মিলিবে
কখন খবর আসিবে
এমপিও হবে সকল প্রতিষ্ঠান অনতিবিলম্বে
পেটের ক্ষুধা সইতে নারি, কারও কাছে কইতে নারি
আছি আমরা বড়ই অসহায়
রাতে মশার কামড়ে
নিল চোখের ঘুম কেড়ে
শত জ্বালা সইয়া আছি, আশায় বুক বেঁধে।'

প্রশ্ন হলো, শৈলেন স্যারের কণ্ঠে ভাওয়াইয়ার করুণ সুরে ফুটে ওঠা শিক্ষকদের এই দুঃখগাথা কী কারও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করবে নাকি শিক্ষকদের ফুটপাতে ফেলে রেখেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে দেশ!

লেখক : প্রকৌশলী